২৬তম বিল্ড বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৯ -- ১৪টির অধিক দেশ হতে আগত কোম্পানীগুলোর সাথে কনস্ট্রাকশন, বিদ্যুৎ, সৌরশক্তি, পানি, সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি, লাইটিং এবং রিয়েল এস্টেট শিল্পের সাথে নেটওয়ার্ক গড়তে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপারদের জন্য একটা অনন্য প্রদর্শনী।

সেমস গ্লোবাল আয়োজন করতে যাচ্ছে '২৬তম বিল্ড বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৯', যা পূর্বে কন-এক্সপো নামে পরিচিত ছিল। তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত এই সমন্বিত প্রদর্শনীতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপাররা অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামাদি এবং পরিসেবাসমূহ সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন।

প্রদর্শনীটির পৃষ্ঠপোষকতায় থাকবে --'২২তম পাওয়ার বাংলাদেশ এক্সপো ২০১৯', '১৭তম সোলার বাংলাদেশ এক্সপো ২০১৯', 'দ্বিতীয় ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল লাইটিং এক্সপো ২০১৯', 'তৃতীয় ওয়াটার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৯', '২০তম রিয়েল এস্টেট এক্সপো-বাংলাদেশ ২০১৯', এবং 'চতুর্থ ইন্টারন্যাশনাল সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সপো বাংলাদেশ ২০১৯'। ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা, কুড়িল, ঢাকায় ১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

আন্তর্জাতিক এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, সুইডেন, জার্মানী, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র, উজবেকিস্তান, ইউএই, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, শ্রীলঙ্কা, ফিনল্যান্ড এবং তুরস্ক হতে আগত দেশগুলোর ২৬৭ টির অধিক কোম্পানি এবং ৩০০ টির অধিক স্টল প্রদর্শনীতে অংশ নেবে এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সর্বাধুনিক এবং উদ্ভাবনী কনসেপ্ট, সরঞ্জমাদি, প্রযুক্তি এবং পরিসেবা প্রদর্শন করবে।

দি স্পেক্টেটর ইনডেক্স অনুযায়ী, গত দশ বছরে ২৬ টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশ সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির রেকর্ড অর্জন করেছে। ২০০৯ সাল হতে, দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বর্তমান মূল্যে ১৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দশকে, চীনের অর্থনীতি বেড়েছে ১৭৭ শতাংশ, ভারতের ১১৭ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ৯০ শতাংশ, মালয়শিয়ার ৭৮ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ার ৪১ শতাংশ এবং ব্রাজিলের ১৭ শতাংশ।

২০০৯ সালে দেশের জিডিপি'র আকার ছিল ১০২ বিলিয়ন ডলার। বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছর সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে তা ২৭৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী, জুনে জিডিপি'র আকার ৩০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করে এবং বিবিধ শিল্পে নতুন নতুন অবকাঠামো উন্নয়নের আবশ্যকতার ইঙ্গিত বহন করে। বহু দেশ বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং বর্তমানে বহু কোম্পানী বাংলাদেশে উৎপাদন ইউনিট খোলারও পরিকল্পনা করছে।

একটা দেশের অবকাঠামো হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ চাকা যা অর্থনীতিকে অধিকতর প্রবৃদ্ধির দিকে চলমান রাখার জন্য দরকার। বর্তমানে দেশে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন হলো মেট্রো রেল, অ্যাকসেস কন্ট্রোলসহ এক্সপ্রেসওয়ে, ডাবল-ডেকার পদ্মা সেতু (সড়ক ও রেলপথ), সাবওয়ে, বিআরটি (বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইনস), বিমানবন্দর টার্মিনাল, কর্ণফুলি টানেল, এবং পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এছাড়াও, দেশের উন্নয়নের জন্য আরও ফ্যাক্টরি, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং হাই-টেক পার্কেরআরও উন্নয়ন হবে। এগুলোর জন্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী কোম্পানীগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংগ্রহণ আবশ্যক।

প্রদর্শনীর পাশাপাশি এখানে দুটো সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ১৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত "ইন্ডাস্ট্রিয়াল রুফটপ সোলার-কেপেক্স, ওপেক্স মডেল" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। "সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াটারওয়েস্ট ঃ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড অপারেশনস" শীর্ষক অপর সেমিনারটি ১৯ অক্টোবর সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, সেমস গ্লোবাল গত ২৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর আমেরিকায় বহুজাতিক প্রদর্শনীর আয়োজক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রশংসনীয় কুড়িয়েছে। সেমস গ্লোবাল বিশ্বের সাতটি দেশ থেকে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং বাণিজ্য ও অর্থনীতির সকল গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রতি বছর ৪০ টিরও বেশী প্রদর্শনীর আয়োজন করছে। নিউইয়র্কে অবস্থিত সদরদপ্তর হতে গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাছাড়া, ভারত, চীন, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা এবং ব্রাজিলে সেমস গ্লোবালের শাখা অফিসগুলো থেকে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এবারের আয়োজনে 'ম্যাক্স গ্রুপ' '২৬তম বিল্ড বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৯'-এর গোল্ড স্পন্সর; এস.কিউ গ্রুপ-২২ তম পাওয়ার বাংলাদেশ এক্সপো ২০১৯ এর সিলভার স্পন্সর, রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিমিটেড - এর গোল্ড স্পন্সর ২০তম রিয়েল এস্টেট এক্সপো , ইউএস-বাংলা এসেটস লিমিটেড '২০তম রিয়েল এস্টেট এক্সপো-বাংলাদেশ ২০১৯'-এর সিলভার স্পন্সর, ইডকল- ১৭ তম সোলার এক্সপো-২০১৯ এর নলেজ পার্টনার।

অন্যান্য পার্টনারদের মধ্যে 'তৃতীয় ওয়াটার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৯'-এর জন্য এসটেক্স, বুয়েট কারিগরী পার্টনার হিসেবে কাজ করবে। ব্রডকাস্ট পার্টনার হিসেবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি, মিডিয়া পার্টনার হিসেবে দি ডেইলি স্টার এবং সমকাল, রেডিও পার্টনার হিসেবে রেডিও টুডে ৮৯.৬, ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার, ফিনটেক এবং আইস বিজনেজ টাইমস, মিডিয়া মনিটরিং পার্টনার হিসেবে রায়ানস আর্কাইভ, হসপিটালিটি পার্টনার হিসেবে অ্যাট আর্থ বিডি, ক্রিয়েটিভ পার্টনার হিসেবে মার্কেট এজ এবং আইটি পার্টনার হিসেবে আমারটেক কাজ করবে।

ইভেন্ট চলাকালীন দিনগুলোতে প্রদর্শনী সকাল ১০.৩০ হতে সন্ধ্যা ৮.০০ পর্যন্ত সকল দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

এসম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ ০১৮৪৭২৫৮৭৪১; ০১৮৪৭২১৪৩৭৪